NIDO - সাপ্তাহিক ২০০০ গল্প লেখো... গল্প জেতো ২০০৫

এবার তোমার বিজয়ী হবার পালা

সাজিয়া আফরিন

শেষ হয়ে গেল নিডো সাপ্তাহিক ২০০০ 'গল্প লেখো... গল্প জেতো ২০০৫' প্রতিযোগিতার গল্প পাঠানোর সময়। গত চার বছরের ধারাবাহিকতায় এবার পঞ্চমবারের মতো এই গল্প লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর ছিল গল্প পাঠানোর শেষ দিন। অন্যান্যবারের মতো এবারও নির্ধারিত সময়ে অসংখ্য গল্প আমাদের কাছে জমা পড়েছে। সবচেয়ে বেশি গল্প এসেছে শেষ ১৫ দিনে। অর্থাৎ ১৫ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বরে। গত বছর গল্প জমা পড়েছিল ৪ হাজার ৪৬৩টি। এ বছর গল্প জমা পড়ে ৫ হাজার ৩৬৭টি।

ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছো। গল্পের ফলাফল জানতে? তোমাদের অপেক্ষার পালা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার তোমার পুরস্কার হাতে নেবার পালা...

বন্ধুরা, গল্প লেখার আহ্বান করে প্রতিবার আমরাই যাই তোমাদের কাছে। অনেক ছোট বন্ধু আমাদের অফিসে ফোন করে গল্প লেখার

'আমরা অনেকেই শিশুদের মধ্যে যে চমৎকার সৃজনশীলতা আছে সেটা বুঝতে চাই না। কেবল তাদের মুখস্থ করাতে চাই। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই গল্প লেখার আয়োজনে আমি খুশি। শিশুদের সৃজনশীলতা আমার ভালো লাগে'

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
কথা সাহিত্যিক

বিস্তারিত খবরও জেনে নিয়েছে। অনেকে আবার হাতে হাতে এসে গল্প জমা দিয়ে গেছে।

কিছু স্কুল একসঙ্গে তাদের সব বাচ্চাদের গল্প সংগ্রহ করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে। যেমন স্কলাস্টিকা তাদের সব গল্প একসঙ্গে পাঠিয়েছে বিশাল এক প্যাকেটে। সেই সঙ্গে আমরা তোমাদের লেখা চিঠি, সম্মানিত শিক্ষকদের চিঠি, তোমাদের কারো কারো ছবিও পেয়েছি।

মোহাম্মদপুর বেঙ্গলী মিডিয়াম হাইস্কুলের এক ক্ষুদে গল্প লেখক তার গল্পের সঙ্গে একটি চিঠি পাঠিয়েছে। সে লিখেছে, 'আঙ্কেল প্রথমে আমার সালাম গ্রহণ করবেন। আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করি। আপনাদের

নিয়ম মোতাবেক ১ সেপ্টেম্বর ২০০৫ তারিখের মধ্যে আমি কিশোরদের প্রতি স্নেহশীল এক ব্যক্তির কাহিনী নিয়ে ছোট একটি গল্প লিখেছি। আশা করি মজা পাবেন গল্পটি পড়ে।' এ ধরনের আরো বহু চিঠি আমরা তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি।

বাচ্চাদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য আমাদের এ গল্প লেখার আয়োজন। আমাদের সবারই রয়েছে কিছু সামাজিক দায়বদ্ধতা। আর এ দায়বদ্ধতা থেকেই এ গল্প লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন। নেসলে বাংলাদেশ লিমিটেড বিজ্ঞাপনী সংস্থা ইউনিট্রেন্ড ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ গল্প লেখা প্রতিযোগিতা। গল্প লেখা প্রতিযোগিতা সম্পর্কে নেস্‌লের ব্র্যান্ড ম্যানেজার নুজহাত ইউসুফ সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'শিশুদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই প্রতিযোগিতাকে সার্থক করেছে। আমরা চাই শিশুদের মেধার বিকাশ। সে ক্ষেত্রে নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ 'গল্প লেখো... গল্প জেতো' প্রতিযোগিতা নেসলের সামাজিক দায়বদ্ধতারই অংশ।'

শিশুদের এই সৃজনশীল প্রতিযোগিতা বিষয়ে কথাসাহিত্যিক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, 'আমরা অনেকেই শিশুদের মধ্যে যে চমৎকার সৃজনশীলতা আছে সেটা বুঝতে চাই না। কেবল তাদের মুখস্থ করাতে চাই। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এই গল্প লেখার আয়োজনে আমি খুশি। শিশুদের সৃজনশীলতা আমার ভালো লাগে।'

এই প্রসঙ্গে শিশু একাডেমীর চেয়ারম্যান কথাসাহিত্যিক জুবাইদা গুলশান আরা বলেন, 'এ ধরনের প্রতিযোগিতা বাচ্চাদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য খুবই ভালো। আমরাও সব সময় শিশু একাডেমী থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। যেমন- রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা প্রতিযোগিতা, হাতের লেখা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। আবার বিশেষ কোনো কিছুকে সামনে রেখেও আয়োজন করি প্রতিযোগিতার। যেমন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে কবিতা লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। বাচ্চারা তাদের নিজেদের মতো করে কবিতা লিখেছে। এটা এক হিসেবে খুবই ভালো। কারণ এটা বাচ্চাদের সৃজনশীলতা বিকাশের সবচেয়ে সহজ উপায়। আজ-কাল তো সব কিছুতেই তাড়াহুড়ো, তিড়িং বিড়িং। কিন্তু সাহিত্য কোনো তিড়িং বিড়িং করার জায়গা না। একটি বাচ্চা যখন গল্প লিখতে চাইবে তখন তাকে অবশ্যই ধীর সুস্থে লিখতে হবে। অতএব মেধা বিকাশে এটি খুবই প্রশংসনীয় এবং ভালো প্রয়াস। এ ধরনের প্রতিযোগিতা বাচ্চাদের লেখার অভ্যাস বাড়ায়, সাহিত্য বা মেধাভিত্তিক কাজ করা খুবই আনন্দের। এ ধরনের প্রতিযোগিতা বাচ্চাদের সৃজনশীলতা বিকাশে খুবই সাহায্য করে।'

ছোট্ট বন্ধুরা, প্রাথমিক বাছাইয়ের জন্য তোমাদের গল্পগুলো দেখা শুরু হয়ে গেছে। গতবারের মতো এবারও বহু ভূতের গল্প এসেছে। এসেছে অনেক রূপকথা ও রাক্ষস খোক্ষস বা রাজকন্যা-রাজপুত্রদের গল্প। পাশাপাশি এসেছে অনেকের জীবনের বাস্তব ঘটে যাওয়া ঘটনাও। কারো কোনো মজার অভিজ্ঞতা, তাদের প্রিয় কোনো শিক্ষকের কথা বা তাদের প্রিয় স্কুলের কথা। আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে ৫ হাজার ৩৬৭টি গল্প। খুদে বন্ধুরা, আর তো মাত্র কয়েক দিন। একটু অপেক্ষা করো। এবার তোমাদের বিজয়ী হবার পালা....

'শিশুদের ব্যাপক অংশগ্রহণ এই প্রতিযোগিতাকে সার্থক করেছে। আমরা চাই শিশুদের মেধার বিকাশ। সে ক্ষেত্রে নিডো-সাপ্তাহিক ২০০০ 'গল্প লেখো... গল্প জেতো' প্রতিযোগিতা নেসলের সামাজিক দায়বদ্ধতারই অংশ'

নুজহাত ইউসুফ

ব্রান্ড ম্যানেজার, নেস্‌লে বাংলাদেশ লিমিটেড

'মেধা বিকাশে এটি খুবই প্রশংসনীয় এবং ভালো প্রয়াস। এ ধরনের প্রতিযোগিতা বাচ্চাদের লেখার অভ্যাস বাড়ায়, সাহিত্য বা মেধাভিত্তিক কাজ করা খুবই আনন্দের। এ ধরনের প্রতিযোগিতা বাচ্চাদের সৃজনশীলতা বিকাশে খুবই সাহায্য করে।'

জুবাইদা গুলশান আরা

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী